তারিখ 05 APR 1988
পৃষ্ঠা ২

২ দৈনিক ইত্তেফাক

দৈনিক ইত্তেফাক

মঙ্গলবার, ২২শে চৈত্র, ১৩৯৪

বোধহীন মুখস্থ বিদ্যা

শিক্ষা কমিশন শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার এবং গতানুগতিকতা ও বোধহীন মুখস্থ বিদ্যার নিগড় হইতে মুক্তি দেওয়ার সুপারিশ করিয়াছেন। কমিশন উহার রিপোর্টে বলিয়াছেন, প্রাথমিক হইতে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত নানাস্তরে বিচিত্র ত্রুটি-বিচ্যুতি বিদ্যমান। উহার মধ্যে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচী, পাঠ্যবই প্রভৃতির ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং ব্যবহারিক শিক্ষার অভাব প্রভৃতি অন্যতম।

প্রাথমিক স্তরে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের নানা বিষয়ের বই পড়িতে হয়। শিশুপাঠ্য বইগুলি অবশ্যি সুখপাঠ্য এবং শিশুর মস্তিষ্কের ধারণ ক্ষমতার আনুপাতিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। যে ভার বহন করার শক্তি নাই, সে ভার তুলিয়া দিলে পরিণাম ক্ষতিকর হইতে বাধ্য। কিন্তু প্রাথমিক স্তরে এমন বইপত্র এবং বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে যাহা শিশুদের জন্য নিতান্তই গুরুভার। ইহাছাড়া মাধ্যমিক স্তরে সাহিত্য ছাড়া প্রতিটি বিষয়ের জন্য একটি মাত্র বই নির্দিষ্ট করিয়া রাখায় আর্থিক সাশ্রয় হয়তো কিছু হইতেছে, কিন্তু বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। পক্ষান্তরে, বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা প্রতিটি স্কুল-কলেজেই আছে। নাই শুধু ব্যবহারিক জ্ঞান সঞ্চয়ের পর্যাপ্ত সুযোগ। অথচ বিজ্ঞান ও কারিগরি এমন বিষয়—যাহার জন্য ব্যবহারিক শিক্ষা অপরিহার্য। হাতে-কলমে শিক্ষা গ্রহণ করিতে না পারিলে এইক্ষেত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করা সম্ভব নয়। দেশের মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান এবং কারিগরি শিক্ষার পুথিগত ব্যবস্থা থাকিলেও বিজ্ঞান গবেষণাগার বা কারিগরি শিক্ষার সাজ-সরঞ্জাম নাই। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মুখস্থ বিদ্যার উপর নির্ভর করিতে হয়। তাহারা না বুঝিয়া না শুনিয়া মুখস্থ করার চেষ্টা করে। ইহাতে হয়তো পরীক্ষা পাস করা যায়; কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান সঞ্চয় করা যায় না। প্রাথমিক স্তরের শিশু মস্তিষ্কের অনুপযোগী বিষয়-বস্তুর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রজোয্য। শিক্ষা কমিশন এই বোধহীন মুখস্থ বিদ্যার নিগড় হইতে শিক্ষাকে মুক্তি দেওয়ার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পর্কেও কমিশন কতিপয় সুপারিশ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে পাঠ্যক্রম ও শিক্ষাসূচী পর্যালোচনার ব্যবস্থা অন্যতম। কমিশনের অভিমত অনুযায়ী শিক্ষার উন্নতি ও প্রসারের জন্য পাঠ্যপুস্তক গ্রন্থাগার, একটি জাতীয় পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এবং একটি কেন্দ্রীয় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। ইহাছাড়া রেফারেন্স বইয়ের সঙ্কট দূর করার জন্য চুক্তির মাধ্যমে রেফারেন্স বই বিদেশ হইতে আমদানীর জন্যও কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন।

আমরা মনে করি, কমিশনের প্রতিটি সুপারিশ গ্রহণ করা সম্ভব হোক আর নাই হোক, নিবিষ্টভাবে ভাবিয়া দেখার দাবী রাখে। কারণ, যে শিক্ষার উপর একটি জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে, সে শিক্ষা আজ ভঙ্গুর এবং নানা ত্রুটি-বিচ্যুতিপূর্ণ। প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জামের অভাব ছাড়াও পাঠ্যপুস্তকের নিম্নমান শিক্ষাকে অবনতিশীল করিয়া রাখিয়াছে। ইহার উপর আছে সেশন জট এবং মূল্যবান সময়ের অপচয়। স্বাধীনতার ষোল বছর পরও সেশন জটের জন্য সময় মত শিক্ষাবর্ষ শুরু হইতে পারে না, ইহার চাইতে দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কিছু নাই। তাই আমরা কমিশনের রিপোর্ট দ্রুত ও গভীরভাবে বিবেচনা করিয়া কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন উপলব্ধি করি। আমরা এমন একটি পরিবেশ কামনা করি—যা, শিক্ষাকে বোধহীন মুখস্থ বিদ্যা ও নৈরাজ্যের কবল হইতে মুক্ত করার সহায়ক।